সুস্বাস্থ্য

15 December, 2008

বাড়তে পারে।

এবারে প্রশ্ন হচ্ছে এই পড়ে যাওয়া চুলের জন্য অর্থাৎ মাথার টাকের জন্য কী চিকিৎসার প্রয়োজন। চিকিৎসা দু'প্রকার হতে পারে। প্রথমটি মেডিকেল এবং দ্বিতীয়টি অপারেশন। আদতে একটি অপরটির পরিপূরক।

মেডিকেল চিকিৎসার মধ্যে প্রথম খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন। কিন্তু খাদ্য না খাওয়া বা কম খাওয়া উচিত। যেমন মাংস, ভাজা খাবার, মিষ্টি, আইসক্রিম, চকোলেট, চাইনিজ ও ক্যানড খাবার, পিজা, বার্গার, সফট্ ড্রিঙ্ক এবং ধূমপান। এর সাথে দৈনিক ভিটামিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম, শাকসবজি খেতে হবে ও মাথায় খুসকি থাকলে তার জন্য শ্যাম্পু ও মিনক্সিডিল লোশন লাগাতে হবে।

উপরিউক্ত চিকিৎসা মাথার চুল ও চামড়াকে অপারেশন সহায়ক করবে ও চুল পড়াকে কমিয়ে দেবে। এর পরে কসমেটিক সার্জারি করে মাথার টাক অংশে চুল লাগানো হয়। একে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট বলে।

হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টকে বর্তমানে Follicular Unit Transplant (F.U.T) বলে। আমাদের

মাথার পিছনের অংশ থেকে হেয়ার ফলিকল নেওয়া হয় ও তা মাথার টাক অংশে ছোট ছোট ছিদ্র করে তার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়। যেখান থেকে নেওয়া হয়, সেই অংশটি প্লাস্টিক সার্জারি করে বন্ধ করা হয়, ফলে কোনও ফাঁক দেখা যায় না।

চুলের দুটি অংশ। একটি হেয়ার Follicle বা চুলের জীবিত অংশ যা চামড়ার ভিতরে থাকে, এখান থেকেই নতুন চুল তৈরি হয় ও বড় হয়। দ্বিতীয় অংশটি Shaft বা চুল, যা আমরা দেখি। এই পদ্ধতিতে মাথার পিছনের অংশ থেকে হেয়ার ফলিকল নেওয়া হয় ও তা মাথার টাক অংশে ছোট ছোট ছিদ্র করে তার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়। যেখান থেকে নেওয়া হয়, সেই অংশটি প্লাস্টিক সার্জারি করে বন্ধ করা হয়, ফলে কোনও ফাঁক দেখা যায় না। এই অপারেশনটি অজ্ঞান না করে অর্থাৎ লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া করে করা হয়। যে চুল লাগানো হয় তা দেড়মাস পর থেকে বড় হতে শুরু করে। নতুন যে চুল গজায় তা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক চুল হওয়ায় পড়ে যায় না, বড় হয় ও নিয়মিত কাটতে হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে যতরকম কসমেটিক সার্জারি হয় তার মধ্যে সংখ্যায় সব থেকে বেশি হয় হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট।

এই পদ্ধতির বিশেষ কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এবং রোগীকে ভর্তি থাকতে হয় না। অপারেশনের শেষে সেইদিনই বাড়ি ফিরতে পারে। ❑